যুগান্তর

তারিখ ... 8 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 5 ...

শিক্ষক ক্লাসরুম খাবার পানি সংকট

শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বরিশালের একমাত্র সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের

বরিশাল ব্যুরো

শিক্ষক, ক্লাসরুম, খাবার পানি এবং ক্যান্টিন সঙ্কটসহ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত বরিশালের একমাত্র সরকারি বালিকা বিদ্যালয়টি শিক্ষার পরিবেশ হারাতে বসেছে। প্রতিষ্ঠা-পরবর্তী ৬৮ বছর ধরে চলমান এসব সমস্যা সমাধানের বদলে দিনে দিনে আরও প্রকট হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, প্রথমে স্বল্পপরিসরে মেয়েদের মিশনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও ১৯২৩ সালে পূর্ণাঙ্গ বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু হয়। দক্ষিণাঞ্চলের নারী শিক্ষার পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন মিস ডরোথি। বর্তমানে এখানে দিবা ও প্রভাতী শাখায় অধ্যয়ন করছে ২ হাজার ৫৫৪ জন ছাত্রী। এ বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে মাত্র অর্ধশত শিক্ষক-শিক্ষিকা। স্বল্পপরিসরের কারণে বেশির ভাগ ক্লাসেই ছাত্রীদের সংকুলান হয় না। তাছাড়া আড়াই হাজার ছাত্রীর জন্য আছে মাত্র একটি টিউবওয়েল। প্রতিটি ক্লাসের সামনে একটি করে জগ ও গ্লাস থাকলেও তাতে পানির দেখা মেলে না। ক্লাসরুমে নেই ইলেকট্রিক ফ্যান। ২/১টি করে যাওয়া হয়েছে সেগুলোও অচল হয়ে আছে। বিদ্যালয়ে বিরাজমান নোংরা পরিবেশ দেখলে মনে হয় না যে এটি বিভাগের অন্যতম বৃহৎ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব বৈষয়িক সমস্যার সঙ্গে রয়েছে আর্থিক দুর্নীতি এবং পাশবিকতা। প্রতি ছাত্রীর কাছ থেকে টিফিন বাবদ ৪০ টাকা নেয়া হলেও সেই টিফিনের টাকা কোথায় যায় তা কর্তৃপক্ষও জানে। এক্ষেত্রে ছাত্রীদের ভাগ্যে প্রায় জোটে না কিছুই। এছাড়া বেতন উত্তোলনের নামে মাসে ৩ দিন অলিখিত ছুটি পালন করেন এখানকার শিক্ষকরা। এ সময় কোন ক্লাস নেয়া হয় না। এদিকে প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক হলেও দিনে ২/১টির বেশি ক্লাস হয় না বলে অভিযোগ অভিভাবকদের। বিদ্যালয়ের প্রায় সব শিক্ষকই তাদের বাসায় খুলেছেন বিকল্প স্কুল। সেখানে না পড়লে পরীক্ষায় নম্বর কমিয়ে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া স্কুলে যেহেতু নিয়মিত ক্লাস হয় না তাই বাধ্য হয়ে প্রাইভেট পড়তে হয় শিক্ষকদের কাছে। এক্ষেত্রে ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রতি মাসে নেয়া হয় মাথাপিছু ৬০০ টাকা। এছাড়া নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের কোচিংয়ের নামে জনপ্রতি আড়াই হাজার টাকা নেয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেই কোচিং কোথায় হয় তা শিক্ষার্থীরা জানে না। সার্বিক বিষয়ে আলাপকালে বেশ কিছু সমস্যার কথা স্বীকার করে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাহাবুবা হোসেন সাংবাদিকদের জানান, এরমধ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য বরিশালের বাইরে আছেন। আবার এই স্কুলের অনেক শিক্ষক প্রশিক্ষিত হিসেবে কাজ করছেন। এ কারণেই দেখা দিয়েছে শিক্ষক সঙ্কট। ছাত্রীদের জন্য ক্লাসরুম, কম-রুম এবং অডিটোরিয়াম না থাকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।